

সূরা ৮৮ : গাশিয়াহ, মাক্কী

৮৮ - سورة الغاشية مَكِّيَّة

(আয়াত ২৬, রুকু ১)

(آيَاتُهَا : ٢٦ رُكُوعَاتُهَا : ١)

জুমু'আর সালাতে সূরা 'আলা এবং গাসিয়া পাঠ করা

নু'মান ইব্ন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত এ হাদীসটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের সালাতে এবং জুমু'আর দিনে **سُبِّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى** এবং **غَاشِيَةٍ** পাঠ করতেন। (মুসলিম ২/৫৯৮)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : তখন তারা বিনীতভাবে কাকুতি মিনতি করতে থাকবে, কিন্তু তা তাদের কোনই কাজে আসবেনা। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহ বলেন, **عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ** তারা হবে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। ইমাম মালিকের (রহঃ) মুআত্তা হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, জুমু'আর সালাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম রাক'আতে সূরা জুমু'আ এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা **الْغَاشِيَةِ** **هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ** পাঠ করতেন। (মুআত্তা ১/১১১, আবু দাউদ ১/৬৭০, নাসাঈ ৩/১১২, মুসলিম ২/৫৯৮, ইব্ন মাজাহ ১/৩৫৫)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
(১) তোমার কাছে কি সমাচ্ছন্নকারী সংবাদ পৌঁছেছে?	۱. هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ
(২) সেদিন বহু মুখমন্ডল অবনত হবে;	۲. وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ
(৩) কর্মক্লান্ত পরিশ্রান্তভাবে;	۳. عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ
(৪) তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে;	۴. تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً
(৫) তাদেরকে উত্তপ্ত প্রস্রবণ হতে পান করানো হবে,	۵. تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ عَآنِيَةٍ
(৬) তাদের জন্য বিষাক্ত কন্টক ব্যতীত খাদ্য নেই	۶. لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ
(৭) যা তাদেরকে পুষ্টি করবেনা এবং তাদের ক্ষুধাও নিবৃত্ত করবেনা।	۷. لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ

বিচার দিবসে জাহান্নামীদের প্রতি আচরণ

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদে (রহঃ) মতে গাশিয়াহ হল কিয়ামাতের একটি নাম, কারণ এটা সবার উপর আসবে, সবাইকে ঘিরে ধরবে এবং ঢেকে ফেলবে। (তাবারী ২৪/৩৮১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ সেইদিন বহু মুখমন্ডল অবনত হবে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, কেহ কেহ হবে

নিগৃহীত/অপদস্থ। (তাবারী ২৪/৩৮২) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : তারা বিনীত-বিগলিত চিত্তে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হতে চাইবে। কিন্তু তখন তাদের কোন চেষ্টাই ফলপ্রসূ হবেনা। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহ্ বলেন, **عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ** তারা হবে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত ও পরিশ্রান্ত। তাদের সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে। তারা বড় বড় কাজ করেছিল, আমলের জন্য কষ্ট করেছিল, কিন্তু আজ তারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করবে।

আবু ইমরান জাওফী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) এক রাহিবের (খৃষ্টান পাদ্রীর) আশ্রমের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি ঐ রাহিবকে ডাক দেন। খৃষ্টান সাধক তাঁর কাছে হাজির হলে তিনি সাধককে দেখে কেঁদে ফেলেন। সাধক তাঁকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : ‘আল্লাহ তা‘আলার কিতাবে উল্লেখিত তাঁর **عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ** এই উক্তি আমার স্মরণে এসেছে এবং ওটাই আমাকে কাঁদিয়েছে। (আবদুর রায্বাক ২/২৯৯, হাকিম ২/৫২২) এর ভাবার্থ হল : ইবাদাত, রিয়াযাত করছে, অথচ শেষ পর্যন্ত জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : **عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ** দ্বারা খৃষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৫৭০) ইকরিমাহ (রহঃ) এবং সুদী (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে : দুনিয়ায় তারা পাপের কাজ করছে এবং আখিরাতে তারা শাস্তি এবং প্রহারের কষ্ট ভোগ করবে।

تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً (তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত অগ্নিতে) আয়াত সম্বন্ধে ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, উহা হল প্রচন্ড তাপমাত্রা সম্বলিত গরম। অতঃপর বলা হয়েছে যে, **تُسْقَى مِنْ عَيْنِ آيَةٍ** ঐ তাপের পরিমাণ বা মাত্রা এত প্রচন্ড হবে যে সবকিছু গলিত করে ফেলবে, যে রূপ ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং সুদী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৩৮৩) **لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ** এ আয়াতে **ضَرِيعٍ** সম্পর্কে আলী

ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, উহা হল জাহান্নামের একটি গাছ। (তাবারী ২৪/৩৮৫) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আবুল যাওজা (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, উহা হল ‘আশ শিবরিক’ জাতীয় এক ধরনের গাছ। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, কুরাইশরা ঐ গাছকে বসন্তকালে বলত ‘আশ-শাবরাক’ এবং গ্রীষ্মকালে বলত ‘আদ-দারী’। ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, উহা এক ধরনের কাটায়ুক্ত গাছ যা মাটির সাথে ছড়িয়ে থাকে। (তাবারী ২৪/৩৮৪) ইমাম বুখারীও (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ‘আদ-দারী’ গাছটিকেই ‘আশ শিবরিক’ বলা হয়। হিজায় এলাকার লোকেরা, ঐ গাছটি যখন শুকিয়ে যায় তখন ‘আদ-দারী’ বলে এবং ওটি অত্যন্ত বিষাক্তযুক্ত। (ফাতহুল বারী ৮/৫৭০) মা’মারও (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) থেকে প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৩৮৪) সাঈদ (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইহা অত্যন্ত বাজে, বিষাদ ও তিক্তময় খাবার। (তাবারী ২৪/৩৮৪) অতঃপর বলা হয়েছে لَا يُسْمَنُ وَلَا

يُغْنِي مِنْ جُوعٍ। এতে তাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত হবেনা এবং কষ্টও দূর হবেনা। সেখানে ضَرِيعٌ ছাড়া অন্য কোন খাদ্য মিলবেনা। এটা হবে আগুনের বৃক্ষ, জাহান্নামের পাথর। এতে বিষাক্ত কন্টক বিশিষ্ট ফল ধরে থাকবে। এটা হবে দুর্গন্ধময় খাদ্য ও অত্যন্ত নিকৃষ্ট আহার্য। এটা খাওয়ায় দেহও পুষ্ট হবেনা, ক্ষুধাও নিবৃত্ত হবেনা এবং অবস্থারও কোন পরিবর্তন হবেনা।

(৮) বহু মুখমন্ডল হবে সেদিন আনন্দোজ্জ্বল	৮. وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ
(৯) নিজেদের কর্ম সাফল্যে পরিভূক্ত,	৯. لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ
(১০) সমুন্নত কাননে অবস্থিতি হবে	১০. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ
(১১) সেখানে তারা অবান্তর বাক্য শুনবেনা।	১১. لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً

(১২) সেখানে আছে প্রবহমান বর্ণাধারা	۱۲. فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ
(১৩) তন্মধ্যে রয়েছে সমুচ্চ আসনসমূহ;	۱۳. فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ
(১৪) এবং সুরক্ষিত পান পাত্রসমূহ,	۱۴. وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ
(১৫) ও সারি সারি তাকিয়াসমূহ,	۱۵. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ
(১৬) এবং সম্প্রসারিত গালিচাসমূহ।	۱۶. وَزَرَائِبُ مَبْثُوثَةٌ

বিচার দিবসে জান্নাতীদের বর্ণনা

এর পূর্বে পাপী, দুষ্কৃতিকারী এবং মন্দ লোকদের বর্ণনা এবং তাদের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ এখানে মু'মিন ও সৎকর্মশীলদের পরিণাম ও পুরস্কারের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন যে, সেইদিন এমন বহু চেহারা দেখা যাবে যাদের চেহারা থেকে তৃপ্তি ও আনন্দ উল্লাসের নিদর্শন প্রকাশ পাবে। তারা নিজেদের সৎকাজের বিনিময় দেখে খুশী হবে। জান্নাতের উঁচু উঁচু অট্টালিকায় তারা অবস্থান করবে। সেখানে কোন প্রকারের বাজে কথা ও অশ্লীল আলাপ থাকবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ۖ وَهُمْ يَرْزُقُهُمْ فِيهَا بُكَرَةٌ وَعَشِيرَةٌ

সেখানে তারা শাস্তি ছাড়া কোন অসার বাক্য শুনবেনা এবং সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৬২)

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا. إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا

সেখানে তারা শুনবেনা কোন অসার অথবা পাপ বাক্য, 'সালাম' আর 'সালাম' বাণী ব্যতীত। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ : ২৫-২৬) আর এক জায়গায় বলেন :

لَا لَغْوُ فِيهَا وَلَا تَأْتِيمٌ

সেখানে নেই কোন অসার পাপবাক্য। (সূরা তূর, ৫২ : ২৩)

মহান আল্লাহ বলেন : ‘সেখানে থাকবে বহমান প্রস্রবণ।’ এখানে শুধুমাত্র একটি ঝর্ণার কথা বুঝানো হয়নি। বরং ঝর্ণাসমূহের কথা বুঝানো হয়েছে।

মুসনাদ ইব্ন আবী হাতিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ মিশকের পাহাড় এবং মিশকের টিলা হতে প্রবাহিত হবে। (ইব্ন হিব্বান ২৬২২)

সেখানে থাকবে উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন শয্যা। অর্থাৎ জান্নাতীদের জন্য জান্নাতে উঁচু উঁচু পালঙ্ক রয়েছে এবং ঐ সব পালঙ্কে উঁচু উঁচু আরামদায়ক বিছানা তোষকসমূহ রয়েছে। সেই বিছানার পাশে আয়াতলোচনা সুন্দরী হুরগণ বসে থাকবে। এ সব বিছানাগুলি উঁচু উঁচু গদিবিশিষ্ট হলেও যখনই আল্লাহর বন্ধুরা ওগুলিতে বসতে ইচ্ছা করবে তখন ওগুলি নুইয়ে পড়বে। রকমারী সুরা থাকবে, যে রকম সুরা যতটুকু পরিমাণ ইচ্ছা করবে পান করতে পারবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ‘নামারিক’ হল বালিশ। (তাবারী ২৪/৩৮৭) ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), শাউরী (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বলেছেন। পরবর্তী আয়াতের ‘আজ-জারাবী’ সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, উহা হল কার্পেট। যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বলেছেন। আর ‘মাবছুছা’ অর্থ হল এখানে ওখানে অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গায় বিছিয়ে রাখা যাতে যে ইচ্ছা করবে সে ওতে (কার্পেটে) উপবেশন করতে পারে।

(১৭) তাহলে কি তারা উষ্ট্র পালের দিকে লক্ষ্য করেনা যে, কিভাবে ওকে সৃষ্টি করা হয়েছে?

١٧. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ

كَيْفَ خُلِقَتْ

(১৮) এবং আকাশের দিকে যে, কিভাবে ওটাকে সমুচ্চ করা

١٨. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ

হয়েছে?	رُفِعَتْ
(১৯) এবং পর্বতমালার দিকে যে, কিভাবে ওটা স্থাপন করা হয়েছে?	١٩. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
(২০) এবং ভূতলের দিকে যে, কিভাবে ওটাকে সমতল করা হয়েছে?	٢٠. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
(২১) অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমি তো একজন উপদেশ দাতা মাত্র।	٢١. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ
(২২) তুমি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নও।	٢٢. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ
(২৩) কেহ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফরী করলে,	٢٣. إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ
(২৪) আল্লাহ তাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করবেন।	٢٤. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ
(২৫) নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট।	٢٥. إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ
(২৬) অতঃপর আমারই উপর তাদের হিসাব-নিকাশ (গ্রহণের ভার)।	٢٦. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

আল্লাহর অপরিসীম ক্ষমতা উপলব্ধি করার জন্য তাঁর সৃষ্টি আকাশ, পৃথিবী, পাহাড়-পর্বতের দিকে লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদেরকে আদেশ করছেন যে, তারা যেন তাঁর সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন সৃষ্টির প্রতি গভীর মনোযোগের সাথে দৃষ্টিনিষ্কপ করে এবং অনুভব করে যে, ঐ সব থেকে স্রষ্টার কি অপরিসীম ক্ষমতাই না প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁর কুদরাত, তাঁর ক্ষমতা প্রতিটি জিনিস কিভাবে প্রকাশ করছে!

তাই মহান আল্লাহ বলেন : **أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ** তাহলে কি তারা দৃষ্টিপাত করেনা উটের দিকে যে, কিভাবে ওকে সৃষ্টি করা হয়েছে?

উটের প্রতি গভীর মনোযোগের সাথে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, ওকে অদ্ভুতভাবে এবং শক্তি ও সুদৃঢ়ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এই জন্তু অতি নম্র ও সহজভাবে বোঝা বহন করে এবং অত্যন্ত আনুগত্যের সাথে চলাফিরা করে। মানুষ ওর গোশত আহার করে, ওর পশম তাদের কাজে লাগে, তারা ওর দুধ পান করে এবং ওর দ্বারা তারা আরো নানাভাবে উপকৃত হয়। সর্বাত্মে উটের কথা বলার কারণ এই যে, আরাবের লোকেরা সাধারণতঃ উটের দ্বারাই সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়ে থাকে। উট আরাববাসীদের নিকট সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রাণী।

কাযী গুরাইহ্ (রহঃ) বলতেন : চল, গিয়ে দেখি উটের সৃষ্টি নৈপুণ্য কিরূপ এবং আকাশের উচ্চতা যমীন হতে কিরূপ! যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ

তারা কি তাদের ঊর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেনা যে, আমি কিভাবে ওটা নির্মাণ করেছি এবং ওকে সুশোভিত করেছি এবং ওতে কোন ফাটলও নেই? (সূরা কাফ, ৫০ : ৬)

এরপর বলা হচ্ছে : আর তারা কি দৃষ্টিপাত করেনা পর্বতমালার দিকে যে, কিভাবে আমি ওটাকে স্থাপন করেছি? অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা পর্বতমালাকে এমনভাবে মাটির বুকে প্রোথিত করে দিয়েছেন, যাতে যমীন নড়াচড়া করতে না পারে। আর পর্বতও যেন অন্যত্র সরে যেতে সক্ষম না হয়। তারপর পৃথিবীতে যেসব উপকারী কল্যাণকর জিনিস সৃষ্টি করেছেন সেদিকেও মানুষের দৃষ্টিপাত করা উচিত। আর যমীনের দিকে তাকালে

তারা দেখতে পাবে যে, আল্লাহ তা‘আলা কিভাবে ওটাকে বিছিয়ে দিয়েছেন! মোট কথা এখানে এমন সব জিনিসের কথা বলা হয়েছে যেগুলি কুরআনের প্রথম ও প্রধান সম্বোধন স্থল আরাববাসীদের চোখের সামনে সব সময় থাকে। একজন বেদুঈন যখন তার উটের পিঠে সাওয়ার হয়ে বেরিয়ে পড়ে তখন তার পায়ের তলায় থাকে যমীন, মাথার উপর থাকে আসমান, পাহাড় থাকে তার চোখের সামনে, সে নিজের উটের পিঠে আরোহীরূপে থাকে। এ সব কিছুতে স্রষ্টার সীমাহীন কুদরত, শিল্প নৈপুণ্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। আরো প্রতীয়মান হয় যে, স্রষ্টা ও রাক্ব একমাত্র আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কেহ নেই যার কাছে নত হওয়া যায়, অনুনয় বিনয় করা যায়। আমরা যাকে বিপদের সময় স্মরণ করি, যার নাম যিক্র করি, যার কাছে মাথা নত করি তিনি একমাত্র স্রষ্টা ও রাক্ব আল্লাহ রাক্বুল ‘আলামীন। তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কেহ নেই।

‘যিমাম ইব্ন শালাবাহ’ এর বিবরণ

যিমাম ইব্ন শালাবাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে সব প্রশ্ন করেছিলেন সেগুলি এ রকম শপথ দিয়েই করেছিলেন।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বারবার প্রশ্ন করা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ হওয়ার পর আমরা মনে মনে কামনা করতাম যে, যদি বাইরে থেকে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের উপস্থিতিতে প্রশ্ন করতেন তাহলে তাঁর মুখের জবাব আমরাও শুনতে পেতাম (আর এটা আমাদের জন্য খুব খুশীর বিষয় হত)! আকস্মিকভাবে একদিন এক দূরাগত বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলেন : হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার দূত আমাদের কাছে গিয়ে বলেছেন যে, আল্লাহ আপনাকে রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন এ কথা নাকি আপনি বলেছেন?’ উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘সে সত্য কথাই বলেছে।’ লোকটি প্রশ্ন করল : ‘আচ্ছা, বলুন তো, আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন?’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন : ‘আল্লাহ ।’
লোকটি বলল : ‘যমীন সৃষ্টি করেছেন কে?’ তিনি উত্তর দিলেন : ‘আল্লাহ ।’
সে প্রশ্ন করল : ‘এই পাহাড়গুলি কে স্থাপন করেছেন এবং তাতে যা কিছু
করার তা করেছেন তিনি কে? তিনি জবাব দিলেন : ‘আল্লাহ ।’ লোকটি
তখন বলল : ‘আসমান-যমীন যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং পাহাড়গুলি যিনি
স্থাপন করেছেন তাঁর শপথ । ঐ আল্লাহই কি আপনাকে তাঁর রাসূল হিসাবে
প্রেরণ করেছেন?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে
বললেন : ‘হ্যাঁ’ লোকটি প্রশ্ন করল : ‘আপনার দূত একথাও বলেছেন যে,
আমাদের উপর দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফারয (এটা কি সত্য)?’
তিনি জবাবে বললেন : ‘হ্যাঁ’, সে সত্য কথাই বলেছে ।’ লোকটি বলল :
‘যে আল্লাহ আপনাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! ঐ আল্লাহ কি
আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন?’ তিনি জবাব দিলেন ‘হ্যাঁ’ । লোকটি বলল
: ‘আপনার দূত এ কথাও বলেছেন যে, আমাদের উপর আমাদের মালের
যাকাত রয়েছে । (এ কথাও কি সত্য)?’ তিনি উত্তরে বললেন : ‘হ্যাঁ, সে
সত্যই বলেছে ।’ লোকটি বলল : ‘যে আল্লাহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন
তাঁর শপথ! তিনিই কি আপনাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন?’ তিনি জবাবে
বললেন ‘হ্যাঁ ।’ লোকটি বলল : ‘আপনার দূত আমাদেরকে এ খবরও
দিয়েছেন যে, আমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে তারা যেন হাজ্জ পালন
করে (এটাও কি সত্য)?’ তিনি জবাব দিলেন : ‘হ্যাঁ, সে সত্য কথা
বলেছে ।’ অতঃপর লোকটি যেতে লাগল । যাওয়ার পথে সে বলল : ‘যে
আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আমি এগুলির কমও
আমল করবনা, বেশিও করবনা ।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া
সাল্লাম বললেন : ‘লোকটি যদি (অন্তর থেকে) সত্য কথা বলে থাকে
তাহলে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।’ (আহমাদ ৩/১৪৩) এ
হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রহঃ) ছাড়াও ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম মুসলিম
(রহঃ), ইমাম আবু দাউদ (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ), ইমাম নাসাঈ
(রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহও (রহঃ) বর্ণনা করেছেন । (বুখারী ৬৩,
মুসলিম ১/৪১, আবু দাউদ ৪৮৬, ইমাম তিরমিযী ৬১৯, নাসাঈ ২৪০১-
০২, ইব্ন মাজাহ ১৪০২)

রাসূলের (সাঃ) দায়িত্ব ছিল আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন : فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ

مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ একজন উপদেশ দাতা। তুমি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নও। অর্থাৎ হে নাবী! তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো শুধু একজন উপদেশ দাতা। তুমি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নও। অর্থাৎ হে নাবী! তুমি মানুষের কাছে যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ তা তাদের কাছে পৌঁছে দাও। যেমন অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

فإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

তোমার কর্তব্য তো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব তো আমার। (সূরা রা'দ, ১৩ : ৪০) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন : لَسْتَ مُجَاهِدٍ (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে : তুমি তাদের উপর জোর জবরদস্তিকারী নও। (তাবারী ২৪/৩৯০) অর্থাৎ তাদের অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হল তুমি তাদেরকে ঈমান আনয়নে বাধ্য করতে পারবেনা। (তাবারী ২৪/৩৯০) ইমাম আহমাদ (রহঃ) যাবির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

‘আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। যখন তারা এটা বলবে তখন তারা তাদের জান-মাল আমা হতে রক্ষা করতে পারবে, ইসলামের হক ব্যতীত (যেমন ইসলাম গ্রহণের পরেও কেহকে হত্যা করলে কিসাস বা প্রতিশোধ হিসাবে তাকে হত্যা করা হবে)। তাদের হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার উপর থাকবে।’ অতঃপর তিনি পাঠ করেন :

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ

‘অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো একজন উপদেশ দাতা। তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও।’ অনুরূপভাবে এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহঃ) কিতাবুল ঈমানে এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রহঃ)

তাদের সুনান গ্রন্থের তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৩/৩৩০, ফাতহুল বারী ১/৯৫, মুসলিম ১/৫২-৫৩, তিরমিযী ৯/২৬৫, নাসাই ৬/৫১৪)

সত্য পথ থেকে বিচ্যুত ব্যক্তির প্রতি ভীতি প্রদর্শন

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন : **إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ** । তবে কেহ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফরী করলে সে আল্লাহর নির্ধারিত রোকনসমূহ অনুসরণ করা হতে দূরে সরে যায় এবং সত্য ধর্ম ইসলামকে মনে প্রাণে অর্থাৎ কথায় ও কাজে অস্বীকার করে। এরই অনুরূপ অন্য একটি আয়াত রয়েছে :

فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى.

সে বিশ্বাস করেনি এবং সালাত আদায় করেনি। বরং সে প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ৩১-৩২) এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আল্লাহ তাকে দিবেন মহাশাস্তি।’

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। অতঃপর তাদের হিসাব নিকাশ আমারই কাজ। আমি তাদের কাছ থেকে হিসাব নিকাশ গ্রহণ করব এবং বিনিময় প্রদান করব। সৎ কাজের জন্য পুরস্কার দিব এবং পাপের জন্য দিব শাস্তি।

সূরা গাশিয়াহ এর তাফসীর সমাপ্ত।